

# বিগত বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

(অর্থবছরসমূহ- ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছর)

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে রাজ্যমাটি জেলার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ০.১৫৩, ০.১৬৪ ও ০.১৭ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী ও বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.০২৩, ০.০২৪ ও ০.০৩৩ লক্ষ।
- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.২০৫, ০.২১৮ ও ২.২৭ কোটি গবাদিপশু ও পাখিকে টিকাপ্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ০.২৩৯, ০.২২৪ ও ০.১৭১ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০৩০, ০.০২৩ ও ০.০১৫ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ২২২, ২২০ ও ২১২ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ৪০৭, ৫৬০ ও ৪৩১ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন ২৫৩, ১৯১ ও ৩২৮ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ১৪, ১০ ও ১২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।